

সূরা ৫১ : যারিয়াত, মাক্কী

৫১ - سورة الذاريات 'مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৬০, রুকু ৩)

(آيَاتُهَا : ٦٠ 'رُكُوعَاتُهَا : ٣)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আব্বাহর নামে (গুরু করছি) ।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
১। শপথ ধূলি ঝঞ্ঝার,	١. وَالذَّارِيَّتِ ذُرُوءًا
২। শপথ বোঝা বহনকারী মেঘপুঞ্জের -	٢. فَالْحَمِلَتِ وَقْرًا
৩। অতঃপর স্বচ্ছন্দ গতিময় নৌযানের,	٣. فَالْجَرِيَّتِ يُسْرًا
৪। আর শপথ কর্মবন্টনকারী মালাক/ফেরেশতার ।	٤. فَالْمُقَسِّمَتِ أَمْرًا
৫। তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য ।	٥. إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ
৬। কর্মফল দিন অবশ্যম্ভাবী ।	٦. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ
৭। শপথ বহু পথ বিশিষ্ট আকাশের!	٧. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ
৮। তোমরাতো পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত ।	٨. إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ
৯। যে ব্যক্তি সত্যদ্রষ্ট সে'ই তা পরিত্যাগ করে ।	٩. يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ
১০। অভিশপ্ত হোক মিথ্যাচারীরা ।	١٠. قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ

১১। যারা অজ্ঞ ও উদাসীন -	۱۱. الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ
১২। তারা জিজ্ঞেস করে : কর্মফল দিন কবে হবে?	۱۲. يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ
১৩। (বল) সেই দিন, যখন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে আগুনে,	۱۳. يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ
১৪। এবং বলা হবে। তোমরা তোমাদের শাস্তি আশ্বাদন কর, তোমরা এই শাস্তিই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে।	۱۴. ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ

কিয়ামাত দিবস সম্পর্কে নিশ্চিত করণ

আলী ইব্ন আবু তালিব (রাঃ) একবার কুফায় মিশরে দাঁড়িয়ে জনগণকে বলেন : ‘তোমরা আমাকে আল্লাহর কুরআনের যে কোন আয়াত বা যে কোন হাদীস সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে পার, আমি তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দিব।’ তখন ইব্ন কাওওয়া (রহঃ) দাঁড়িয়ে বলল : হে আমীরুল মু’মিনীন! আল্লাহ তা‘আলার **وَالذَّارِيَاتِ** এই উক্তির অর্থ কি? উত্তরে তিনি বললেন : বাতাস। সে জিজ্ঞেস করল : **حَامِلَاتٍ** এর অর্থ কি? তিনি উত্তর দিলেন : এর অর্থ মেঘ। সে প্রশ্ন করল : **جَارِيَاتٍ** এর ভাবার্থ কি? তিনি জবাবে বললেন : এর ভাবার্থ হল নৌযানসমূহ। সে জিজ্ঞেস করল : **مُقَسَّمَاتٍ** এর অর্থ কি? তিনি বললেন : এর অর্থ হল মালাইকা/ফেরেশতামণ্ডলী। (তাবারী ২২/৩৮৯-৩৯২, আবদুর রায়্যাক ৩/৪১)

جَارِيَاتٍ এর অর্থ কেহ কেহ ঐ নক্ষত্ররাজি নিয়েছেন যেগুলি আকাশে চলাফিরা করে। এই অর্থ ধরে নিলে নীচ হতে উপরের দিকে উঠে যাওয়া হবে। প্রথমে বাতাস, তারপর মেঘ, তারপর নক্ষত্ররাজি এবং এরপর মালাইকা/ফেরেশতামণ্ডলী,

যারা কখনও কখনও আল্লাহ তা'আলার হুকুম নিয়ে অবতরণ করেন এবং কখনও পাহারার কাজ করার জন্য নিচে নেমে আসেন। এ আয়াত সত্যায়ন করছে যে, কিয়ামাত অবশ্যই সংঘটিত হবে এবং লোকদেরকে পুনর্জীবিত করা হবে। এগুলির পরেই বলা হয়েছে :

إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য এবং কর্মফল দিন অবশ্যসম্ভাবী। অতঃপর মহান আল্লাহ আকাশের শপথ করেছেন যা সুন্দর, উজ্জ্বল ও সৌন্দর্যমণ্ডিত। (তাবারী ২২/৩৯৫, ৩৯৬) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবু মালিক (রহঃ), আবু সালিহ (রহঃ), সুদী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আতিয়িয়াহ আল আউফী (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং আরও অনেকেই حُبْك শব্দের এ অর্থই করেছেন। (তাবারী ২২/৩৯৬, ৩৯৭) যাহহাক (রহঃ), মিনহাল ইব্ন আমর (রহঃ) প্রমুখ মনীষী বলেন যে, পানির তরঙ্গ, বালুকার কণা, ক্ষেতের ফসলের পাতা জোরে প্রবাহিত বাতাসে যখন আন্দোলিত হয় তখন এগুলিতে যেন রাস্তা এলোমেলো হয়ে যায়। ওটাকেই حُبْك বলা হয়েছে।

এই সমুদয় উক্তির সারাংশ একই অর্থাৎ এর দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত আকাশকে বুঝানো হয়েছে। আরও বুঝানো হয়েছে আকাশের উচ্চতা, ওর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ওর পবিত্রতা, ওর নির্মাণ চাতুর্য, ওর দৃঢ়তা, ওর প্রশস্ততা, তারকারাজি দ্বারা ওর জাঁক-জমকপূর্ণ হওয়া, যেগুলির মধ্যে কতগুলি চলাচল করতে থাকে এবং কতগুলি স্থির থাকে, ওর সূর্য ও চন্দ্রের ন্যায় নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুসমামণ্ডিত হওয়া, এসব হচ্ছে আকাশের সৌন্দর্যের উপকরণ।

মূর্তি পূজকদের পরস্পর বিরোধী দাবী

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন : إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّتخَلَفٍ হে মুশরিকের দল! তোমরাতো পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত রয়েছ। কোন কিছুই উপর তোমরা একমত হতে পারনি। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তাদের কেহ কেহতো সত্য বলে বিশ্বাস করত এবং কেহ কেহ মিথ্যা মনে করত। (আবদুর রায্যাক ৪/২৪২) অতঃপর মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ যে ব্যক্তি সত্যভ্রষ্ট সেই ওটা পরিত্যাগ করে। অর্থাৎ এই অবস্থা ওদেরই হয় যারা নিজেরা পথভ্রষ্ট। তারা নিজেদের বাতিল, মিথ্যা ও বাজে

উক্তির কারণে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়। সঠিক বোধ ও সত্য জ্ঞান তাদের মধ্য হতে লোপ পায়। যেমন অন্য আয়াতে আছে :

فَإِنَّمَا وَمَا تَعْبُدُونَ. مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَتِينِينَ. إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ

তোমরা এবং তোমরা যাদের ইবাদাত কর, তোমরা কেহই কেহকেও আল্লাহ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করতে পারবেনা, শুধু প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশকারীকে ব্যতীত। (সূরা সাফফাত, ৩৭ : ১৬১-১৬৩) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) ও সুদী (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা শুধু সেই পথভ্রষ্ট হয় যে নিজেই পথভ্রষ্টতাকে বেছে নিয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর থেকে ঐ ব্যক্তিই দূর হয়ে যায় যাকে সর্বপ্রকার কল্যাণ হতে দূরে নিক্ষেপ করা হয়েছে। এরপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন :

فُتِلَ الْخَرَّاصُونَ 'বাজে ও অযৌক্তিক উক্তিকারীরা ধ্বংস হোক।' অর্থাৎ তারাই ধ্বংস হোক যারা বাজে ও মিথ্যা উক্তি করত, যাদের মধ্যে ঈমান ছিলনা, যারা বলত : আমাদের পুনরুত্থান ঘটবেনা। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : خَرَّاصُونَ এর অর্থ হচ্ছে মিথ্যাবাদী। অন্যত্র خَرَّاصُونَ অর্থে ঐ লোকদের বুঝানো হয়েছে যারা পুনরায় জীবিত করা কিংবা বিচার দিবসকে অস্বীকার করে। (তাবারী ২২/৪০০) এটি সূরা আব্বাসার একটি আয়াতের অনুরূপ :

فُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ

মানুষ ধ্বংস হোক! সে কত অকৃতজ্ঞ! (সূরা আব্বাসা, ৮০ : ১৭)

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে : সন্দেহ পোষণকারীদের প্রতি অভিশাপ। (তাবারী ২২/৩৯৯) মুআয ও (রাঃ) স্বীয় ভাষণে এ কথাই বলতেন। এরা প্রতারক ও সন্দ্বিহান। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, ওরা হল তারা যারা সন্দেহ পোষণ করে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : ধ্বংস হোক তারা যারা অজ্ঞ ও উদাসীন। যারা বেপরোয়াভাবে কুফরী করছে। তারা প্রত্যাখ্যান করার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করে : কর্মফল দিন কবে হবে? আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বলেন : এটা হবে সেই দিন, যেই দিন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে অগ্নিতে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : সোনাকে আগুনে উত্তপ্ত করার মত তারা আগুনে জ্বলতে থাকবে। তাদেরকে বলা হবে : তোমরা তোমাদের শাস্তি আন্বাদন কর, তোমরা এই শাস্তিই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে। এ কথা তাদেরকে ধমকের সুরে বলা হবে।

১৫। সেদিন মুত্তাকীরা থাকবে প্রস্রবণ বিশিষ্ট জান্নাতে।	<p>۱۵. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ</p>
১৬। উপভোগ করবে তা যা তাদের রাব্ব তাদেরকে প্রদান করবেন; কারণ পার্থিব জীবনে তারা ছিল সৎ কর্মপরায়ণ।	<p>۱۶. ءَاخِذِينَ مَا ءَاتَاهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ</p>
১৭। তারা রাতের সামান্য অংশই অতিবাহিত করত নিদ্রায়,	<p>۱۷. كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ</p>
১৮। রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত,	<p>۱۸. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ</p>
১৯। এবং তাদের ধন সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক।	<p>۱۹. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْحَرُومِ</p>
২০। নিশ্চিত বিশ্বাসীদের নিদর্শন রয়েছে ধরিত্রীতে -	<p>۲۰. وَفِي الْأَرْضِ ءَايَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ</p>
২১। এবং তোমাদের মধ্যেও। তোমরা কি অনুধাবন করবেনা?	<p>۲۱. وَفِي أَنْفُسِكُمْ ءَآفَآلَا تَبْصُرُونَ</p>
২২। আকাশে রয়েছে তোমাদের রিয্কের উৎস ও প্রতিশ্রুত সবকিছু।	<p>۲۲. وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ</p>

২৩। আকাশ ও পৃথিবীর
রবের শপথ! অবশ্যই
তোমাদের বাক স্ফুর্তির মতই
এ সব সত্য।

۲۳. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنْكُمْ تَنْطِقُونَ

তাকওয়া অবলম্বনকারীদের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের প্রতিদান

আল্লাহ তা'আলা আল্লাহভীরু লোকদের পরিণামের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, কিয়ামাতের দিন তারা ঋণাবিশিষ্ট বাগানে অবস্থান করবে। তাদের অবস্থা হবে ঐ অসৎ লোকদের অবস্থার বিপরীত যারা শাস্তির মধ্যে, শৃংখল/জিজ্ঞীরের মধ্যে এবং আগুনের মধ্যে থাকবে। মু'মিনদের নিকট আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যে দায়িত্ব ও কর্তব্য এসেছিল তা তারা যথাযথভাবে পালন করত। আল্লাহভীরু লোকেরা জান্নাতে আল্লাহ প্রদত্ত নি'আমাতরাশি লাভ করবে। ইতোপূর্বে অর্থাৎ দুনিয়ায় তারা ভাল কাজ করত। যেমন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ

তাদেরকে বলা হবে : পানাহার কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ : ২৪)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের আন্তরিকতাপূর্ণ কাজের বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছেন যে, তারা রাত্রির সামান্য অংশই অতিবাহিত করত নিদ্রায়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজনের উক্তি হচ্ছে : তাদের উপর এমন কোন রাত্রি অতিবাহিত হতনা যার কিছু অংশ তাঁরা আল্লাহর স্মরণে না কাটাতেন। কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন, যে মুতাররিফ ইব্ন আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেছেন : এমন রাত খুব কমই গত হত যখন তারা রাতের প্রথম ভাগে অথবা মধ্যভাগে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইবাদাতের জন্য সময় ব্যয় করতেননা। (তাবারী ২২/৪০৭) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : যদি থেকেও থাকে তাহলেও মাত্র কয়েকটি রাত তারা (গুরু থেকে ফজর পর্যন্ত) তাহাজ্জুদ সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন। (তাবারী ২২/৪০৮) কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন।

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) এবং আবুল আলিয়া (রহঃ) প্রমুখ মনীষী বলেন যে, এ লোকগুলি মাগরিব ও ইশার সালাতের মাঝে কিছু নফল সালাত আদায় করতেন। (তাবারী ২২/৪০৭, ৪০৮) ইব্ন জারীর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ)

প্রমুখ বলেন যে, তারা রাতের খুব কম সময়ই নিদ্রায় কাটাতেন। আর যখন ইবাদাতে মনোযোগ দিতেন তখন সকাল হয়ে যেত। (তাবারী ২২/৪০৮, ৪০৯)

আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ) বলেন, প্রথম যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনায আগমন করেন তখন জনগণ তাঁকে দেখার জন্য ভীড় জমায়। তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। আল্লাহর শপথ! তাঁর মুখমন্ডলে আমার দৃষ্টি পড়া মাত্রই আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, এই জ্যোতির্ময় চেহারা কোন মিথ্যাবাদী লোকের হতে পারেনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্বপ্রথম যে কথা আমার কানে পৌঁছেছিল তা ছিল : ‘হে জনমণ্ডলী! তোমরা (দরিদ্রদেরকে) খাদ্য খাওয়াও, আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রেখ, (মানুষকে) সালাম দিতে থাক এবং রাতে সালাত আদায় কর যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে। তাহলে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।’ (তিরমিযী ৭/১৮৭)

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘জান্নাতে এমন কক্ষ রয়েছে যার ভিতরের অংশ বাহির হতে এবং বাহিরের অংশ ভিতর হতে দেখা যায়।’ এ কথা শুনে আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটা কাদের জন্য?’ উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ‘তাদের জন্য, যারা নরম কথা বলে, (দরিদ্রদেরকে) খাবার খেতে দেয় এবং রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন তারা আল্লাহর ইবাদাতে কাটিয়ে দেয়।’ (আহমাদ ২/১৭৩) এরপর মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন যে, এর ভাবার্থ হল : ‘তারা সালাত আদায় করে।’ (তাবারী ২২/৪১৩) অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে : ‘তারা রাতে (ইবাদাতে) দাঁড়িয়ে থাকে এবং সকাল হলে তারা নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।’ যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

সকালে তারা ক্ষমা প্রার্থনাকারী। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৭) এই ক্ষমা প্রার্থনা যদি সালাত আদায় করা অবস্থায় হয় তাহলে তা খুবই ভাল।

সহীহ হাদীসসমূহে সাহাবীগণের কয়েকটি রিওয়াযাত দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় প্রতি রাতে আল্লাহ তা‘আলা প্রথম আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেন : ‘কোন তাওবাহকারী আছে কি? আমি তার তাওবাহ কবুল করব। কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করে দিব। কোন যাখগকারী আছে কি? আমি তাকে প্রদান করব।’ ফাজর হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলা এরূপই বলতে থাকেন।’ (ফাতহুল বারী ৩/৩৫, ১১/১৩৩, ১৩/৪৭৩; মুসলিম ১/৫২১, ৫২৩, আবু দাউদ ২/৭৭, ৫/১০১; তিরমিযী ৯/৪৭১, ইবন মাজাহ ১/৪৩৫, নাসাঈ ৪/২৪)

অনেক তাফসীরকারক বলেছেন : আল্লাহ তা‘আলা ইয়াকুব (আঃ) সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, তিনি তাঁর পুত্রদেরকে বলেছিলেন :

سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي

আমি আমার রবের নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। (সূরা ইউসুফ, ১২ : ৯৮) এ ব্যাপারে অধিকাংশ তাফসীরকারক বলেন যে, তাঁর এই ক্ষমা প্রার্থনা রাত্রির শেষ প্রহরেই ছিল।

এরপর আল্লাহ তা‘আলা মুত্তাকীদের আর একটি গুণের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তাঁরা মানুষের হকের কথাও ভুলে যাননা। তাঁরা যাকাত আদায় করেন, জনগণের সঙ্গে সদাচরণ করেন, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখেন। তাদের ধন-সম্পদে অভাবহ্রস্ত ও বঞ্চিতদের হক রয়েছে।

ইবন আব্বাস (রাঃ) ও মুজাহিদের (রহঃ) মতে মাহরুম বা বঞ্চিত হল ঐ ব্যক্তি যার ইসলামে কোন অংশ নেই। (তাবারী ২২/৪১৪) অর্থাৎ বাইতুল মালে কোন অংশ নেই, আয়ের কোন উৎস নেই এবং কোন কর্মসংস্থানও নেই। উম্মুল মু‘মিনীন আয়িশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন যে, মাহরুম দ্বারা ঐ লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যাদের সহজভাবে আয় করার কোন ব্যবস্থা নেই যা দ্বারা তারা উপার্জন করে তাদের জীবন ধারণ করতে পারে। কাতাদাহ (রহঃ) ও কুরতুবী (রহঃ) বলেন : তারা মানুষের কাছে কোন কিছু চেয়ে বেড়ায়না। (তাবারী ২২/৪১৬) যুহরী (রহঃ) অন্য একটি হাদীসে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘ঐ ব্যক্তি মিসকীন নয় যে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় এবং দু’ এক গ্রাস খাবার বা দু’ একটি খেজুর যাখগ করে, বরং মিসকীন ঐ ব্যক্তি যার ঐ পরিমাণ উপার্জন নেই যা তার প্রয়োজন মিটায় এবং তার এমন অবস্থা প্রকাশ পায়না যে, মানুষ তার অভাবের কথা জানতে পেরে তাকে কিছু দান করে।’ (ফাতহুল বারী ৩/৩৯৯, মুসলিম ২/৭১৯, নাসাঈ ৫/৮৫)

পৃথিবীতে এবং মানুষের মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্বের নিদর্শন

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ** নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য ধরিত্রীতে নিদর্শন রয়েছে।

অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহ তা‘আলার ব্যাপক ক্ষমতার বহু নিদর্শন রয়েছে। এগুলি মহান সৃষ্টিকর্তার মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও বিরাটত্ব প্রমাণ করে। গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, কিভাবে তিনি দুনিয়ায় গ্রহ-নক্ষত্র জীব-জন্তু ও গাছ-পালা ছড়িয়ে দিয়েছেন। কিভাবে তিনি পর্বতরাজিকে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন, মাঠ-মাইদানকে করেছেন বিস্তৃত এবং সমুদ্র ও নদ-নদীকে করে রেখেছেন প্রবাহিত। মানুষের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তিনি তাদের ভাষা, বর্ণ, আকৃতি, কামনা-বাসনা, বিবেক-বুদ্ধি, শক্তি-সামর্থ্য বিভিন্ন প্রকারের করেছেন। তাদের অঙ্গ-ভঙ্গি তাদের পাপ-সাপাও এবং দৈহিক গঠনের কথা চিন্তা করলেও বিস্মিত হতে হয়। প্রত্যেক অঙ্গ যেখানে যেমন উপযুক্ত সেখানে স্থাপন করেছেন। এ জন্যই এরপরেই বলেছেন : ‘তোমাদের নিজেদের মধ্যেও (নিদর্শন রয়েছে)। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবেনা?’

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি নিজের সৃষ্টির কথা চিন্তা করবে, নিজের গ্রন্থিগুলির বিন্যাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে সে অবশ্যই বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে যে, তাকে আল্লাহ তা‘আলাই সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদাতের জন্যই। (কুরতুবী ১৭/৪০) মহান আল্লাহ এরপর বলেন :

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ আকাশে রয়েছে তোমাদের জীবিকার উৎস অর্থাৎ বৃষ্টি এবং প্রতিশ্রুত সবকিছু অর্থাৎ জান্নাত। ইবন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এরূপ অর্থ করেছেন। (তাবারী ২২/৪২০) অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা স্বয়ং নিজেরই শপথ করে বলেন :

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ আমি তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছি অর্থাৎ কিয়ামাত, পুনরুত্থান, শাস্তি ও পুরস্কার ইত্যাদি সবই সত্য। যেমন তোমাদের মুখ হতে বের হওয়া কথায় তোমাদের কোন সন্দেহ থাকেনা, অনুরূপভাবে এসব বিষয়েও তোমাদের সন্দেহ করা মোটেই উচিত নয়। মুআয (রাঃ) যখন কোন কথা বলতেন তখন তিনি তাঁর সঙ্গীদেরকে বলতেন : ‘নিশ্চয়ই এটা সত্য যেমন তুমি এখানে রয়েছ।’

<p>২৪। তোমার নিকট ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি?</p>	<p>২৪. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثٌ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ</p>
<p>২৫। যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল : সালাম। উত্তরে সে বলল : সালাম। এরাতো অপরিচিত লোক!</p>	<p>২৫. إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ</p>
<p>২৬। অতঃপর ইবরাহীম তার স্ত্রীর নিকট গেল এবং একটি মাংসল ভাজা গো-বৎস নিয়ে এল।</p>	<p>২৬. فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ</p>
<p>২৭। তাদের সামনে রাখল এবং বলল : তোমরা খাচ্ছনা কেন?</p>	<p>২৭. فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ</p>
<p>২৮। এতে তাদের সম্পর্কে তার মনে ভীতির সঞ্চার হল। তারা বলল : ভীত হইয়োনা। অতঃপর তারা তাকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল।</p>	<p>২৮. فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ</p>
<p>২৯। তখন তার স্ত্রী চীৎকার করতে করতে সামনে এসে গাল চাপড়িয়ে বলল : এই বৃদ্ধ বন্ধ্যার সন্তান হবে?</p>	<p>২৯. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَخٍ فَصَكَتَ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ</p>

৩০। তারা বলল : তোমার
রাব্ব এরূপই বলেছেন; তিনি
প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

۳۰. قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ
إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ

ইবরাহীমের (আঃ) অতিথির বর্ণনা

এ ঘটনাটি সূরা হূদ ও সূরা হিজরে গত হয়েছে। মেহমান বা অতিথিরা
মালাইকা/ফেরেশতা ছিলেন, যাঁরা মানুষের আকারে আগমন করেছিলেন।

মানবরূপী মালাইকা ইবরাহীমকে (আঃ) সালাম করেন। তিনিও সালামের
জবাব দেন। দ্বিতীয় : سَلَام শব্দের উপর দুই পেশ হওয়াটাই এর প্রমাণ। আল্লাহ
তা‘আলা এজন্যই বলেন :

وَإِذَا حِيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا

যখন তোমাদেরকে সালাম দেয়া হবে তখন তোমরা ওর চেয়ে উত্তম (শব্দ)
দ্বারা জবাব দিবে অথবা ওটাই ফিরিয়ে দিবে। (সূরা নিসা, ৪ : ৮৬) খলীল
(আঃ) উত্তম পস্থাটিই গ্রহণ করেন। তাঁরা যে আসলে মালাইকা ছিলেন তা
ইবরাহীম (আঃ) জানতেন না বলে তিনি বলেন : ‘এরাতো অপরিচিত লোক।’
মালাইকা/ফেরেশতারা ছিলেন জিবরাঈল (আঃ), মীকাঈল (আঃ) এবং ইসরাফীল
(আঃ)। তাঁরা সুশ্রী যুবকের রূপ ধারণ করে এসেছিলেন। তাঁদের চেহারায় মর্যাদা
ও ভীতির লক্ষণ প্রকাশমান ছিল। ইবরাহীম (আঃ) তাঁদের খাদ্য তৈরীর কাজে
ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি নিঃশব্দে অতি তাড়াতাড়ি স্বীয় স্ত্রীর নিকট গমন করেন।

فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِئٍ

অতঃপর অনতি বিলম্বে একটা ভাজা গো-বৎস আনয়ন করল। (সূরা হূদ, ১১
: ৬৯) তিনি ঐ গোশত তাঁদের নিকট রেখে দেন এবং বলেন : ‘দয়া করে
আপনারা কি খাবেন?’ এর দ্বারা আপ্যায়নের আদব জানা যাচ্ছে যে, ইবরাহীম
(আঃ) মেহমানকে কিছু জিজ্ঞেস না করেই এবং তাঁদের জন্য তিনি যে খাবার
নিয়ে আসছেন এ কথা তাঁদেরকে না বলেই নিঃশব্দে তাঁদের নিকট হতে চলে
গেলেন এবং তাড়াতাড়ি উৎকৃষ্ট যে জিনিস তিনি পেলেন তা প্রস্তুত করে নিয়ে
এলেন। তা ছিল অল্প বয়স্ক একটি তাজা গো-বৎসের ভাজা গোশত। এ খাদ্য

তাদের থেকে দূরে রেখে দিয়ে তিনি তাঁদেরকে ‘খাবারের কাছে আসুন’ এ কথা বললেননা। কেননা এতে এক ধরনের হুকুম হয়ে যাচ্ছে। বরং তিনি তাঁর সম্মানিত মেহমানদের কাছে খাদ্য রেখে অত্যন্ত বিনয় ও ভালবাসার স্বরে বলেন : ‘দয়া করে আপনারা কি খাবেন?’ যেমন কোন ব্যক্তি কেহকেও বলে থাকে : ‘যদি আপনি দয়া ও অনুগ্রহ করে এ কাজটি করে দিতেন!’ এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন :

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً এতে তাদের সম্পর্কে তার মনে ভীতির সঞ্চার হল।
যেমন অন্য আয়াতে আছে :

فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَابِئَةُ فَضَحِكَتْ

কিন্তু যখন সে দেখল যে, তাদের হাত সেই খাদ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছেনা তখন তাদেরকে অদ্ভুত ভাবতে লাগল এবং মনে মনে তাদের থেকে শংকিত হল; (এ দেখে) তারা বলল : ভয় করবেননা, আমরা লুত সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। আর তার স্ত্রী দণ্ডায়মান ছিল, সে হেসে উঠল। (সূরা হুদ, ১১ : ৭০-৭১) ইবরাহীমের (আঃ) স্ত্রী এটা জেনে হেসেছিলেন যে, লুতের লোকদের ঘৃণ্য আচরণের জন্য তাদেরকে ধ্বংস করা হবে। মহান আল্লাহ আরও বলেন :

قَالَتْ يَوٰىلَتَىٰ ۖ أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهٰذَا بَعْلِي شَيْخًا ۖ إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُوا أَتَعْجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۖ رَحِمْتُ اللَّهَ وَبَرَكْتُهُ ۖ عَلَيْهِمْ أَهْلٌ أَلَيَّتْ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

সে বলল : হায় কপাল! এখন আমি সন্তান প্রসব করব বৃদ্ধা হয়ে! আর আমার এই স্বামী অতি বৃদ্ধ। বাস্তবিক এটাতো একটা বিস্ময়কর ব্যাপার! তারা (মালাইকা) বলল : আপনি কি আল্লাহর কাজে বিস্ময় বোধ করছেন? (হে) এই পরিবারের লোকেরা! আপনাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর রাহমাত ও বারাকাত; নিশ্চয়ই তিনি সমস্ত প্রশংসার যোগ্য, মহিমান্বিত। (সূরা হুদ, ১১ : ৭২-৭৩) মহান আল্লাহ বলেন :

وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ তারা তাকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল। সুতরাং স্বামী-স্ত্রী দু'জনকেই এ সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল। কেননা সন্তানের জন্মগ্রহণ উভয়ের জন্যই খুশির বিষয়।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : এ সুসংবাদ শুনে ইবরাহীমের (আঃ) স্ত্রীর মুখ দিয়ে জোরে শব্দ বেরিয়ে এলো এবং কপালে হাত মেরে বিস্ময় প্রকাশ করে তিনি বললেন : 'যৌবনে আমি বন্ধ্যা ছিলাম। এখন আমিও বৃদ্ধা এবং আমার স্বামীও বৃদ্ধ, এমতাবস্থায় আমি গর্ভবতী হব?' তাঁর এই কথা শুনে মালাইকা বললেন : 'এই সুসংবাদ আমরা আমাদের নিজেদের পক্ষ হতে দিচ্ছি না। বরং মহামহিমাবিত্ত আল্লাহই আমাদেরকে এ সুসংবাদ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনিতো প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। আপনারা যে মহাসম্মান পাওয়ার যোগ্য এটা তিনি ভালরূপেই জানেন। তাঁর ঘোষণা এই যে, এ বৃদ্ধ বয়সেই তিনি আপনাদেরকে সন্তান দান করবেন। তাঁর কোন কাজই প্রজ্ঞাশূন্য নয় এবং তাঁর কোন হুকুমও হিকমাতশূন্য হতে পারেনা।'

ষষ্ঠ বিংশতিতম পারা সমাপ্ত।

৩১। সে (ইবরাহীম) বলল : হে প্রেরিত মালাইকা! আপনাদের বিশেষ কাজ কি?	৩১. قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ
৩২। তারা বলল : আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।	৩২. قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ
৩৩। তাদের উপর নিষ্ক্ষেপ করার জন্য মাটির শক্ত ঢেলা,	৩৩. لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ
৩৪। যা সীমা লংঘনকারীদের জন্য চিহ্নিত তোমার রবের নিকট হতে -	৩৪. مُّسَوِّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ

৩৫। সেখানে যে সব মু'মিন ছিল আমি তাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম	৩৫. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
৩৬। এবং সেখানে একটি পরিবার ব্যতীত কোন আত্মসমর্পনকারী আমি পাইনি -	৩৬. فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
৩৭। যারা যজ্ঞগাদায়ক শাস্তি কে ভয় করে আমি তাদের জন্য ওতে একটি নিদর্শন রেখেছি,	৩৭. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

লূতের (আঃ) কাওমকে ধ্বংস করার জন্য মালাইকা প্রেরণ

ইতোপূর্বে গত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে সংবাদ দিতে গিয়ে বলেন :

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ.
 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ يَتْلُو آيَاتِنَا أَعْرَضَ عَنْ هَٰذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرٌ
 رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ

অতঃপর যখন ইবরাহীমের সেই ভয় দূর হয়ে গেল এবং সে সুসংবাদ প্রাপ্ত হল তখন আমার প্রেরিত মালাক/ফেরেশতার সাথে লূতের কাওম সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক (জোর সুপারিশ) করতে শুরু করে দিল। বাস্তবিক ইবরাহীম ছিল বড় সহিষ্ণু প্রকৃতির, দয়ালু স্বভাব, কোমল হৃদয়। হে ইবরাহীম! এ কথা ছেড়ে দাও, তোমার রবের ফরমান এসে গেছে এবং তাদের উপর এমন এক শাস্তি আসছে যা কিছুতেই প্রতিহত করার নয়। (সূরা হুদ, ১১ : ৭৪-৭৬)

আর এখানে আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমের (আঃ) উক্তি উদ্ধৃত করেন যে, তিনি মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে সম্বোধন করে বলেন : 'হে প্রেরিত দূতগণ! আপনাদের বিশেষ কাজ কি?' মালাইকা জবাবে বলেন : 'আমাদেরকে এক

অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে।’ এই সম্প্রদায় দ্বারা তাঁরা লূতের (আঃ) সম্প্রদায়কে বুঝিয়েছেন। তাঁরা আরও বলেন : ‘আমরা আদিষ্ট হয়েছি যে, আমরা যেন তাদের উপর মাটির শক্ত ঢেলা নিক্ষেপ করি; যা সীমালংঘনকারীদের জন্য আপনার রবের নিকট হতে চিহ্নিত।’ অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশক্রমে ঐ পাপীদের নাম ঢেলাগুলোর উপর পূর্ব হতেই লিখিত আছে। প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক ঢেলা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সূরা আনকাবুতে রয়েছে :

قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنَنْجِيَنَّهُ وَأَهْلَهُ
إِلَّا أَمْرًا تَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ

সে বলল : এই জনপদেতো লূত রয়েছে। তারা বলল : সেখানে কারা আছে তা আমরা ভাল জানি; আমরাতো লূতকে ও তাঁর পরিজনবর্গকে রক্ষা করবই, তাঁর স্ত্রীকে ব্যতীত; সেতো পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা আনকাবুত, ২৯ : ৩২) অনুরূপভাবে এখানেও আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ সেখানে যেসব মু‘মিন ছিল আমি তাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম। এর দ্বারাও লূত (আঃ) এবং তাঁর পরিবার পরিজনকে বুঝানো হয়েছে। তাঁর স্ত্রী ব্যতীত, যে ঈমান আনেনি। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন :

فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ সেখানে একটি পরিবার ব্যতীত কোন আত্মসমর্পণকারী আমি পাইনি। এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন : এই কাফিরদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার মধ্যে ঐ লোকদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন, শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে যারা আল্লাহর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে ভয় করে। তারা ঐ সব লোকের কৃতকর্মের পরিণাম দেখে যথেষ্ট শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে যাদের বাসস্থানকে আমি করেছি দুর্গন্ধময় ‘মৃত সাগর’।

৩৮। এবং নিদর্শন রেখেছি মুসার বৃত্তান্তে, যখন আমি তাকে প্রমাণসহ ফির‘আউনের নিকট প্রেরণ করেছিলাম।

۳۸. وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ

৩৯। তখন সে ক্ষমতা দস্তে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল :

۳۹. فَتَوَلَّىٰ بُرْكَانِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ

এই ব্যক্তি হয় এক যাদুকর, না হয় উম্মাদ।	أَوْ مَجْنُونٌ
৪০। সুতরাং আমি তাকে ও তার দলবলকে শাস্তি দিলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম; সেতো ছিল তিরস্কারযোগ্য।	. ٤٠. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ
৪১। এবং নিদর্শন রয়েছে আ'দের ঘটনায় যখন আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম অকল্যাণকর বায়ু।	. ٤١. وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ
৪২। এটা যা কিছু উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল তাকেই চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছিল।	. ٤٢. مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ
৪৩। আরও নিদর্শন রয়েছে হামূদের বৃত্তান্তে, যখন তাদেরকে বলা হল : ভোগ করে নাও স্বল্পকাল,	. ٤٣. وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ
৪৪। কিন্তু তারা তাদের রবের আদেশ অমান্য করল; ফলে তাদের প্রতি বজ্রাঘাত হল এবং তারা তা দেখছিল।	. ٤٤. فَفَعَتُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ
৪৫। তারা উঠে দাঁড়াতে পারলনা এবং তা প্রতিরোধ	. ٤٥. فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ

করতেও পারলনা।	وَمَا كَانُوا مُتَعَصِّرِينَ
৪৬। আমি ধ্বংস করেছিলাম তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে, তারা ছিল সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।	٤٦. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ

ফির'আউন, 'আদ, হামুদ এবং নূহের (আঃ) কাওমের ধ্বংস, মানবতার জন্য শিক্ষণীয় সতর্ক বাণী

আল্লাহ তা'আলা বলেন : লূতের (আঃ) কাওমের পরিণাম দেখে মানুষ যেমন উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, অনুরূপভাবে ফির'আউন ও তার লোকদের ঘটনার মধ্যেও তাদের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। আমি তাদের কাছে আমার নাবী মূসাকে (আঃ) পাঠিয়েছিলাম। তাকে আমি উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণসহ প্রেরণ করেছিলাম। কিন্তু তাদের নেতা অহংকারী ফির'আউন সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে এবং আমার ফরমান হতে বেপরোয়া হয়।

ثَانِي عَظْمٍ لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

সে বিতন্ডা করে ঘাড় বাঁকিয়ে, লোকদেরকে আল্লাহর পথ হতে ভ্রষ্ট করার জন্য। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৯) আল্লাহর এই শত্রু স্বীয় শক্তির দাপট দেখিয়ে এবং সেনাবাহিনীর ক্ষমতার গর্বে গর্বিত হয়ে তাঁর ফরমানের অসম্মান করে। মূসা (আঃ) সম্পর্কে সে মন্তব্য করে যে, তিনি যাদুকর অথবা পাগল। সুতরাং এই অহংকারী, পাপী, কাফির এবং উদ্ধত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা তার লোক লশকরসহ সমুদ্রে ডুবিয়ে দেন। সেতো ছিল তিরস্কারযোগ্য। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন :

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ যখন আমি প্রেরণ করেছিলাম তাদের বিরুদ্ধে অকল্যাণকর বায়ু। এটা যা কিছু উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছিল। (তাবারী ২২/৪৩৪)

সাদ্দ ইব্ন মুসাইয়িব এবং অন্যান্যরা বলেছেন যে, ওটা ছিল দক্ষিণা বায়ু। (তাবারী ২২/৪৩৩) সহীহ হাদীসে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'আমাকে পূবালী বায়ু দ্বারা

সাহায্য করা হয়েছে, আর ‘আদ সম্প্রদায়কে পশ্চিমা বায়ু দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল।’ (ফাতহুল বারী ২/৬০৪, মুসলিম ২/৬১৭) প্রবল প্রতাপাধ্বিত আল্লাহ বলেন :

وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ আরও নিদর্শন রয়েছে ছামূদের বৃত্তান্তে, যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল : ভোগ করে নাও স্বল্পকাল। এটা আল্লাহ তা‘আলার নিম্নের উক্তি মত :

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَىٰ الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةٌ
الْعَذَابِ أَهْلُونَ

আর ছামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপারতো এই যে, আমি তাদেরকে পথ নির্দেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎ পথের পরিবর্তে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছিল। অতঃপর তাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আঘাত হানলো তাদের কৃতকর্মের পরিণাম স্বরূপ। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ : ১৭) অনুরূপভাবে এখানে আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলা বলেন : ‘আরও নিদর্শন রয়েছে ছামূদের বৃত্তান্তে, যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল : ভোগ করে নাও স্বল্পকাল। কিন্তু তারা তাদের রবের আদেশ অমান্য করল, ফলে তাদের প্রতি বজ্রাঘাত হল এবং তারা তা দেখছিল।’

তিন দিন পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছিল যখন তারা শাস্তির লক্ষণ দেখতে ছিল। অবশেষে চতুর্থ দিন খুব ভোরে অকস্মাৎ তাদের উপর শাস্তি আপতিত হয়। এতটুকু তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়নি যে, পালানোর চেষ্টা করতে পারে অথবা অন্য কোন উপায়ে জীবন রক্ষার চিন্তা করতে পারে। তাইতো প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন : তারা উঠে দাঁড়াতে পারলনা এবং তা প্রতিরোধ করতেও পারলনা। এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

وَقَوْمَ نُوحٍ نُّوحٍ مِّن قَبْلُ আমি ধ্বংস করেছিলাম এদের পূর্বে নূহের (আঃ) সম্প্রদায়কে, তারা ছিল সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

ফির‘আউন, ‘আদ, ছামূদ এবং নূহের (আঃ) সম্প্রদায়ের বিস্তারিত ঘটনাবলী ইতোপূর্বে কয়েকটি সূরার তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৪৭। আমি আকাশ নির্মাণ
করেছি আমার ক্ষমতা বলে
এবং আমি অবশ্যই

٤٧. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ

মহাসম্প্রসারণকারী,	وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ
৪৮। এবং আমি ভূমিকে বিছিয়ে দিয়েছি; আমি কত সুন্দরভাবে বিছিয়েছি এটা।	٤٨. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَهْدُونَ
৪৯। আমি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।	٤٩. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
৫০। আল্লাহর দিকে ধাবিত হও; আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত সতর্ককারী।	٥٠. فَفِرُّوْا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ
৫১। তোমরা আল্লাহর সাথে কোন মা'বুদ স্থির করনা; আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী	٥١. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

আল্লাহর একাত্ববাদের প্রমাণ রয়েছে পৃথিবী ও আকাশের বিভিন্ন সৃষ্টিতে

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন : وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا : তিনি আকাশকে স্বীয় ক্ষমতাবলে সৃষ্টি করেছেন এবং ওটাকে তিনি সুরক্ষিত, সুউচ্চ ও সম্প্রসারিত করেছেন। অবশ্যই তিনি মহাসম্প্রসারণকারী। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সাওরী (রহঃ) এবং আরও বহু তাফসীরকার এ কথাই বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে : আমি আকাশকে স্বীয় শক্তি বলে সৃষ্টি করেছি। (তাবারী ২২/৪৩৮) আমি মহাসম্প্রসারণকারী। আমি ওর প্রান্তকে প্রশস্ত করেছি, বিনা স্তম্ভে ওকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি এবং স্থির করেছি। মহান আল্লাহ বলেন :

وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا যমীনকে আমি আমার সৃষ্টজীবের জন্য বিছানা বানিয়েছি। আর একে বানিয়েছি অতি উত্তম বিছানা। সমস্ত মাখলুককে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছি। যেমন আসমান ও যমীন, দিন ও রাত, সূর্য ও চন্দ্র, পানি ও স্থল, আলো ও অন্ধকার, ঈমান ও কুফর, জীবন ও মৃত্যু, সুখ ও দুঃখ, জান্নাত ও জাহান্নাম, এমন কি জীব-জন্তু এবং উদ্ভিদের মধ্যেও জোড়া রয়েছে। এটা এ জন্য যে, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। তোমরা যেন জেনে নাও যে, এসবের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ। তিনি শরীক বিহীন ও একক। সুতরাং তোমরা তাঁর দিকে দৌড়ে যাও এবং তাঁরই প্রতি মনোযোগী হও। আমার নাবীতো তোমাদেরকে স্পষ্ট সতর্ককারী। সাবধান! তোমরা আল্লাহর সাথে কোন মা'বুদ স্থির করনা।

<p>৫২। এভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে, তারা বলেছে : তুমিতো এক যাদুকর, না হয় উম্মাদ!</p>	<p>৫২. كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ</p>
<p>৫৩। তারা কি একে অপরকে এই মন্তনাই দিয়ে এসেছে? বস্তুতঃ তারা এক সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়</p>	<p>৫৩. أَتَوَاصَوْا بِهِۦٓ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ</p>
<p>৫৪। অতএব তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর, এতে তুমি অপরাধী হবেনা।</p>	<p>৫৪. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ</p>
<p>৫৫। তুমি উপদেশ দিতে থাক, কারণ উপদেশ মু'মিনদের উপকারে আসবে।</p>	<p>৫৫. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ</p>

৫৬। আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদাত করবে।	۵۶. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
৫৭। আমি তাদের নিকট হতে জীবিকা চাইনা এবং এও চাইনা যে, তারা আমার আহার যোগাবে।	۵۷. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا
৫৮। আল্লাহইতো রিয্ক দান করেন এবং তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত।	۵۸. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ
৫৯। যালিমদের প্রাপ্য ওটাই যা অতীতে তাদের সম মতাবলম্বীরা ভোগ করেছে। সুতরাং তারা এর জন্য আমার নিকট যেন ত্বরা না করে।	۵۹. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ
৬০। কাফিরদের জন্য দুর্ভোগ তাদের ঐ দিনের যে দিনের বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে।	۶۰. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ

প্রত্যেক নাবী/রাসূলের কাওমই

দীনের প্রতি তাঁদের আহ্বানকে অস্বীকার করেছে

كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ
 آٰلِهٖم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ

বলছে তা কোন নতুন কথা নয়। এদের পূর্ববর্তী কাফিরেরাও নিজ নিজ যুগের রাসূলদেরকে এ কথাই বলেছিল। কাফিরদের এই উক্তিই ক্রমান্বয়ে চলে আসছে, যেন তারা পরস্পর এই অসিয়তই করে গেছে। সত্য কথাতো এটাই যে, ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতায় এরা সবাই সমান। শক্ত অন্তরের দিক দিয়ে এরা সবাই একই। সুতরাং তুমি এদের কথা চোখ বুঁজে সহ্য করে যাও। তুমি তাদের এসব কথার উপর ধৈর্যধারণ করতে থাক।

তবে হ্যাঁ, দা'ওয়াতের কাজ চালিয়ে যাও, এটা ছেড়ে দিওনা। আল্লাহ পাকের বাণী তাদের কাছে পৌঁছাতে থাক। যাদের অন্তরে ঈমান কবূল করে নেয়ার তাওফীক রয়েছে তারা একদিন না একদিন অবশ্যই সত্যের পথে আসবে।

আল্লাহ তা'আলা জিন ও মানব জাতিকে শুধু তাঁর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন

এরপর মহান আল্লাহ বলেন : **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ** আমি দানব ও মানবকে সৃষ্টি করেছি শুধু এ জন্য যে, তারা শুধু আমারই ইবাদাত করবে। তারা যেন সন্তুষ্ট চিন্তে অথবা বাধ্য হয়ে আমাকে প্রকৃত মা'বুদ মেনে নেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ আমি তাদের নিকট হতে জীবিকা চাইনা এবং এও চাইনা যে, তারা আমার আহার যোগাবে। আল্লাহইতো রিয়ক দান করেন এবং তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে নিম্নরূপ পাঠ করিয়েছেন : **إِنِّي أَنَا الرَّزَّاقُ ذُو**

الْقُوَّةِ الْمَتِينُ নিশ্চয়ই আমি রিয়কদাতা, ক্ষমতার উৎস এবং প্রবল পরাক্রান্ত। (আহমাদ ১/৪১৮) ইমাম আবু দাউদ (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈও (রহঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। (আবু দাউদ ৪/২৯০, তিরমিযী ৮/২৬১, নাসাঈ ৬/৪৬৯)

মোট কথা, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে একমাত্র তাঁরই ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে এবং তাঁর

সাথে অন্য কেহকেও শরীক করবেনা তাকে তিনি উত্তম ও পূর্ণ পুরস্কার প্রদান করবেন। আর যারা তাঁর সাথে অন্য কেহকেও শরীক করবে তাকে তিনি জঘন্য শাস্তি প্রদান করবেন। আল্লাহ তা‘আলা কারও মুখাপেক্ষী নন, বরং সমস্ত মাখলুক সর্বাবস্থায় এবং সর্বসময় তাঁর পূর্ণ মুখাপেক্ষী। তারা তাঁর কাছে সম্পূর্ণরূপে অসহায় ও দরিদ্র। তিনি একাই তাদের সৃষ্টিকর্তা ও আহরদাতা।

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা‘আলা বলেন : ‘হে আদম সন্তান! তুমি আমার ইবাদাত কর, আমি তোমার বক্ষকে ঐশ্বর্যশালী ও অমুখাপেক্ষী করব। আর যদি তুমি এরূপ না কর তাহলে আমি তোমার বক্ষকে ব্যস্ততা দ্বারা পূর্ণ করব এবং অন্যের প্রতি তোমার নির্ভরশীলতাও কখনও বন্ধ করবনা।’ (আহমাদ ২/৩৫৮) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইব্ন মাজাহও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে হাসান গারীব বলেছেন। (তিরমিযী ৭/১৬৬, ইব্ন মাজাহ ২/১৩৭৬) আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ

যালিমদের প্রাপ্য ওটাই যা অতীতে তাদের সম মতাবলম্বীরা ভোগ করেছে, সুতরাং তারা এর জন্য আমার নিকট যেন ত্বর না করে। এ থেকে জানা যাচ্ছে যে, প্রত্যেকে তার কাজের প্রতিফল হিসাবে শাস্তির অংশ প্রাপ্ত হবে। শাস্তি তরান্বিত করার জন্য তাদের বলতে হবেনা। কারণ ওটা তাদের নিকট আসবেই।

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ
তাদের ঐ দিনের যে দিনের বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব আফসোস তাদের জন্য যারা ওকে (কিয়ামাত দিবসকে) অস্বীকার করেছিল, যার প্রতিশ্রুতি তাদের দেয়া হয়েছিল।